যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

বিতর্কিত দূরশিক্ষণ ও আউটার ক্যাম্পাসের সুযোগ থাকছে

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির খসড়ায় আরো সংশোধনী

এম মামুন হোসেন

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আইনের খসড়ায় আরো কিছু সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক এবং উদ্যোক্তাদের দাবিতে প্রস্তাবিত 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯'-এ সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়ের বিরুদ্ধে দূরশিক্ষণ ও আউটার ক্যাম্পাসের মাধ্যমে সার্টিফিকেট বাণিজ্যসহ যেসব অভিযোগ আছে নতুন আইনে এর কোনোটির সমাধানের বিধান নেই। বরং দূরশিক্ষণ ও আউটার ক্যাম্পাস অব্যাহত রাখার সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট বাণিজ্যের সুযোগ অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উইং থেকে সরকারের আইন, অর্থ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কাছে মতামত চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মহাহিসাব নিরীক্ষক অধিদপ্তর এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মতামত চাওয়া হয়েছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যেই 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯' সম্পর্কে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, নতুন আইন ছাড়া সরকার এ মুহূর্তে আর কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত মঙ্গলবার প্রস্তাবিত নতুন আইনটি (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯) নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে শিক্ষা সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উইংয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক হয়। এ বৈঠকেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আবুল কাশেম হায়দার বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

'৯২ এবং সংশোধিত '৯৮ সালের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আওতায় বর্তমানে দেশে ৫২টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে। ব্যাপক অনিয়মসহ শিক্ষার মান নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে এগুলোর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। ২০০৫ সালে ইউজিসির তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ধারণ ও অনিয়ম সম্পর্কে তদন্ত করে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল। ওই কমিটির সুপারিশে সরকার নতুন একটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করলেও নানামুখী চাপের মুখে সেটি আলোর মুখ দেখেনি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করে। সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত না করায় সেটিও বাতিল হয়ে যায়। এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ফের আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

বাতিল হওয়া অধ্যাদেশের আলোকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯ প্রণীত আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্ধশতাধিক ধারা-উপধারা সংবলিত প্রস্তাবিত আইনে উপাচার্যের ক্ষমতা ও এখতিয়ার বৃদ্ধি, খণ্ডকালীন শিক্ষকতার সুনির্দিষ্ট বিধান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসের পরিধি, পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়ে তোলা, নিজস্ব পাঁচ একর জমির বাধ্যবাধকতা, এফডিআরের ৪০ শতাংশ ও মোট আয়ের ১৫ শতাংশ করারোপের বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অন্যূন এক একর এবং অন্যান্য এলাকার জন্য দুই একর জমি থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্ন মান নিশ্চিত করে ইউজিসির কাছ থেকে স্থায়ী সনদ গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষার সার্বিক মান নিশ্চিত করতে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হবে। এছাড়া নতুন আইনে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ইউজিসির নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।